পাইন ঘেরা লেপচা জগৎ

দীর্ঘ পাইন বনের ছায়ায় ঘেরা পথ। রাস্তায় আকাশ কালো করে নেমে আসে বৃষ্টিফোঁটা। তার মাঝেই দৌড়ে চলা লেপচা জগতের দিকে। যেখানে আকাশের মুখভার কাটলেই ধরা দেয় গর্বিত কাঞ্চনজঙ্ঘা। লেপচা জগৎ ঘুরে এসে বর্ণনায় দেবাশিস রায়

পাইন বিছানো পথে বিখ্যাত সব চা বাগান। কালো কাচঢাকা গাড়ি থেকে ছবি তুলব বলে মেয়ের সঙ্গে নেমে গেলাম। মেঘ উড়ে এসে ওড়না হয়েছে পাইন গাছের গায়ে। এ ভাবে না ও ভাবে। ভঙ্গিমার ভাবময় ছবি তুলতে লেগে গেলাম দু'জনে। নিরিবিলি রাস্তায় হঠাৎ হঠাৎ পাহাড়ের বাঁক থেকে গাড়ি চলে আসছে। একদিকে খাদ অন্যদিকে পাহাড়। চরাচর জুড়ে চা সবুজ। আকাশ পানে পাইন সবুজ। সহজ নয় তবু মোবাইল ক্যামেরায় কিছু না বাদ যায় চলছিল তার খোঁজ। হঠাৎ বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা আকাশ ফুঁড়ে নেমে এল মুখে। সঙ্গে হু হু হাওয়া। দৌড়ে গাড়িতে উঠে এলাম।

চলেছি লেপচা জগৎ। পাখরিন হোম স্টে–র সুভাষ তামাংকে দুপুরের খাবারের কথা বলা ছিল। মুঠোফোনে সে জানিয়েছে আমাদের মিল রেডি। মেঘের পরে মেঘ করে আঁধার নেমে এল। তারপর বৃষ্টি। গোপাল গাড়ির বাইরে সব আলো জ্বালিয়ে ওয়াইপার চালিয়ে বৃষ্টির জলটুকু উইন্ড স্ক্রিন থেকে সরিয়ে পথ চিনে চলতে থাকল। পাইন গাছের স্নান দৃশ্য। চা বাগিচার বৃষ্টি ভেজার আনন্দ–পরশ দৃষ্টি চুঁইয়ে আমার মনেও তখন আনন্দ স্নান।

আজ সকাল দশটায় ব্রেকফাস্ট করে দুই মেয়েকে নিয়ে স্বামী–স্ত্রী দু'জনে এসেছি জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি ঝংকার মোড়, খাপরাইল মোড়, গাড়িধূরা, দুধিয়া হয়ে টিং লিং ভিউ পয়েন্ট, তারপর একে একে ফুগুড়ি, সৌরিনি, গোপালধারা, থার্বু, চ্যামং টি গার্ডেন পেরিয়ে লেপচা জগৎ। পথে ছিল পশুপতি মার্কেট, সীমানা ভিউ পয়েন্ট। এগুলো ফেরার সময় দেখা হবে বলে চলার পথে ছিল না যতি। এবারকার বেড়ানোয় ছোট মেয়ের আব্দার তাদের অর্থাৎ তার ও দিদির বিয়ের আগে চারজনে যেমন বেড়াতাম সেরকমটি চাই। তাই চলে এসেছি লেপচা জগৎ। দূর থেকে পাহাড়ের রানিকে নিরিবিলিতে দেখব দিনের আলোতে ও রাতের আলোতেও।

লেপচা জগৎ পৌঁছোতে পৌঁছোতে দুপুর দু'টো। দ্বি–প্রাহরিক খাবার খাচ্ছি, না নৈশাহার, বোঝার উপায় শুধু মোবাইল ঘড়ি। হঠাৎ লোডশেডিং। এল ক্যান্ডেল লাইট। খাদ্যতালিকায় ডাল, আলুভাজা, সব্জি, ডিমের কারি।

ঘরে ফিরে কী ঠান্ডারে বাবা বলে, শীত পোশাক একের পর এক গায়ে দিয়েও যেন রেহাই নেই। দার্জিলিংকে (৬৭০০ ফুট) লেপচা জগৎ (৬৯৫৬ ফুট) উত্তাপ ও উচ্চতায় নীচে রেখেছে। তা হলে হবে কি। রানি তো রানি। দার্জিলিং শহর তাই একঝলক দেখা দিয়ে মেঘ সমুদ্রে ডুবে গেল। ছোটমেয়েকে নিয়ে ছাতা মাথায় বেরিয়ে পড়লাম এই বিকেলে পাহাড়ি গ্রাম–শহরটাকে দেখতে। প্রতি বাড়ি ফুলে ফুলে সযত্নে সজ্জিত। মায়ের কোল থেকে লেপচা মেয়ে দাদু দাদু ডেকেই যাচ্ছে। পায়ে পায়ে পৌঁছে গেলাম ফরেস্ট বাংলো। পথে লালিগুরাস। লাল রডোডেনড্রনের সঙ্গে সেলফি তুলছে মেয়ে। টেলি লেন্সে পাখির ছবি তুলছিল। কী পাখি? কয়েক রকম ব্যাবলার পেয়েছে বলল।

পরদিন ঘুম ভাঙতেই পর্দা সরিয়ে কাচের জানালায় দাঁড়াই। পরিষ্কার আকাশ। সকালে সানরাইজ পয়েন্ট যেতে পড়ল পাহাড় বেয়ে পাইন অরণ্য। কাছে–দূরে যেদিকে চাই পাইন শুধু পাইন। খর্বকায়, দীর্ঘকায়, স্ফীতকায় পাইন পরিবারের সুখী সবুজ সতেজ রূপ। বনবিভাগ লেপচা জগৎ সাইন বোর্ড টাঙিয়েছে। সাদা লুংদার পথ দেখিয়ে পৌঁছে দিল পাহাড় শীর্ষে। সেখানে লোহার বেঞ্চ পাতা। আছে লোহার দোলনা। নোংরা না করার নোটিশ। চোখ জুড়োনো কাঞ্চনজঙ্ঘা। সূর্য সোনা ছিটোচ্ছে তার গায়ে। আর অবগুণ্ঠন সরিয়ে পাহাড়ের রানি দার্জিলিং। গতকালের মুখ গোমড়াদের মুখে তখন হাসির ফোয়ারা। সমবেত সকলের অনেকেই ছিল লেপচা জগতের বাসিন্দা। ছিল এক সারমেয়। বসে দাঁড়িয়ে ছবি তুলে নির্মল বাতাসের সুবাস নিয়ে দূরে কাছে দৃষ্টি ছড়িয়ে সানরাইজ পয়েন্টে কাঞ্চনজঙ্ঘা নিয়ে কেটে গেল ঘণ্টা।

হোম স্টে তে ফিরে স্নান পর্ব সেরে লুচি আলুর দম চা খেয়ে গাড়িতে উঠে বসি। বিদায় লেপচা জগৎ। সকাল দশটা। সন্ধ্যা সকাল আলাদা আলাদা রূপ পাল্টায় এই পাহাড়। দূরে দেখা যাচ্ছিল মানেভঞ্জন শহর। আমরা চলেছ সুখিয়া পোখরি হয়ে জোড়পোখরি। ঘন পাইন বন। এই সকালেই সূর্যালোকের পথ আটকে দিয়েছে পাইন বনের ঠাস বুনোট। পাইন বনপথ পেঁচিয়ে উপরে আরও উপরে উঠে জোড়পোখরি। রাজহাঁস রাজবিলাসে প্যাঁক প্যাঁক আওয়াজে লেকে সাঁতরে বেড়াচ্ছে। এই লেক থেকে পানীয় জল সরবরাহ হয়, কৃষ্ণহীন কালিয়দমন লেকের মাঝে কংক্রিট দাঁড়িয়ে। স্যালামান্ডার ট্যুরিস্ট লজ দেখিয়ে মেয়ে বলল সেবারে নেটে বুকিং পেলাম না তাই ওখানে থাকা হল না। ডিজে বাজিয়ে পিকনিক হচ্ছে অন্য প্রান্তে। ফিরছি যখন পাইন পাহাড়ায় পথ তখনও মেঘ মেখে দাঁড়িয়ে।

সীমানা ভিউ পয়েন্ট। নীচে দেখা যাচ্ছে মানেভঞ্জন। মনে পড়ল সেখান থেকে পথ গিয়েছে চিত্রে। চিত্রে থেকে লামেধুরা হয়ে মেঘমা।

গৈরিবাস থেকে তুমলিং, টংলু, সান্দাকফু, ফালুট– এ যাত্রায় সবাই হাতের তালুতে এসেও মুঠোয় এল না। চলতে চলতে পশুপতি মার্কেট। রাস্তার ঢালে গাড়ির লম্বা লাইন। আই কার্ড নথিভুক্ত করে নেপাল প্রবেশ। দু'শো কুড়ি টাকায় গাড়িভাড়া করে পশুপতি মন্দির ও মার্কেটে উইন্ডো শপিং। এবার চলেছি মিরিক। লাঞ্চ হবে সেখানেই। মেঘমুক্ত আকাশ গোপালধারা টি গার্ডেন, গোল পাহাড়ের পাইন, চা বাগান প্রায় ছুটেই ছুঁয়ে ফেললাম। দৃষ্টি মেলে দিলাম দূরে আরও দূরের সব গোল গোল চা বাগানে। নিজেকেই নিজে কথা দিলাম, ঠিক চা বাগিচার পাহাড় হোম স্টেতেই থাকব একদিন কি কয়েকদিন, ঈর্ষণীয় তোমার সৌন্দর্যের সঙ্গে।

জেনে নিন–

লেপচা জগৎ দু'ভাবে যাওয়া যায়, ঘুম হয়ে এবং মিরিক হয়ে। ঘুম থেকে শেয়ার ট্যাক্সি পাওয়া যায়, লেপচা জগৎ থেকে ঘুমের দূরত্ব ৭.৭ কিলোমিটার/জোড়পোখরি ৫, সীমানা ৮, পশুপতি, মানেভঞ্জন ১৫, দার্জিলিং ১৯, সান্দাকফু ৪৩ এবং শিলিগুড়ি ৭৩ কিলোমিটার। থাকতে পারেন, পাখরিন হোম স্টে – সুভাষ তামাং ৯৮৫১৫ ১৫৫০৬, ৬২৯৬১ ৮৯১৬৭, লেপচা ভিউ হোম স্টে তে – ৯৮৩২৪ ২৯৪৮৬, ৭৮৭২২ ২৮১১২। থাকা খাওয়া জনপ্রতি প্রতিদিন এক হাজার টাকা। ফরেস্ট বাংলোতে আপাতত কাজ চলছে, বুকিং বন্ধ।

plan করুন

ঝাড়খণ্ডে চক্রধর সমারোহ

ছত্তিশগড় রাজ্যটি পর্যটকদের জন্য খুব প্রিয় হয়ে ওঠে বর্ষাকালে। বৃষ্টির দিনে রুক্ষ মাটির ছত্তিশগড় হয়ে ওঠে রূপসী। এই সময়েই এখানে হয় এক বিশাল উৎসব। যাকে চক্রধর সমারোহ নামে অভিহিত করা হয়েছে। আলাউদ্দিন খান সংগীত অ্যাকাডেমি এবং চক্রধর ললিত কলা কেন্দ্র একসঙ্গে আয়োজন করে এক বিশাল নৃত্য এবং মিউজিক সমারোহের। ছত্তিশগড়স্থিত রায়গড়ের রামলীলা ময়দানে এই উৎসবের আয়োজন হয়। এটি ভারতবর্ষের এক অন্যতম কলা সমারোহ যেখানে সারা ভারতের সমস্ত বিশিষ্ট শিল্পীরা এসে তাঁদের কলা প্রদর্শন করেন। যাঁর নামে এই সমারোহের নামকরণ করা হয়েছে তিনি আসলে ছত্তিশগড়ের ভূতপূর্ব মহারাজা চক্রধর সিং। তিনি ছিলেন একাধারে নৃত্যশিল্পী এবং খুব ভালো যন্ত্রবাদক (মিউজিসিয়ান)। তাঁর লেখা প্রচুর বই আছে, যেখানে তিনি কথক নৃত্যশৈলীকে আরও জনপ্রিয় কীভাবে করে তোলা যায় এবং নতুন আঙ্গিকে কথক নৃত্য প্রদর্শন করা যায় সেই ব্যাপারে বিস্তারিত বিবরণ আছে। এ ছাড়াও আলো ও শব্দকে কীভাবে আরও সুন্দর করে ব্যবহার করা যায় তারও একটা রূপরেখা তিনি দিয়ে গিয়েছেন।

প্রতিবছর গণেশ চতুর্থীর দিন এই সমারোহ শুরু হয়। চলে গণেশপুজোর মতোই দশদিন ধরে। মূলত বিভিন্ন নৃত্যশৈলীরই প্রদর্শন হয় এখানে। আলাউদ্দিন খান সংগীত অ্যাকাডেমিজেলা প্রশাসন, চক্রধর ললিত কলা কেন্দ্র এবং জেলা প্রশাসন মিলে সমস্ত শিল্পীদের সব রকমের সুযোগ সুবিধার দিকে নজর রাখে। এই রকম একটি অসাধারণ সমারোহের সাক্ষী থাকা অত্যন্ত আনন্দের হয়ে ওঠে এই সময় স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে বেড়াতে আসা পর্যটকদেরও।